বিধেয়ক
(Predicables)

ইউনিট ৫

ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো বিধেয়ক। আমরা জানি, প্রতিটি যুক্তিবাক্যে দু'টি পদ থাকে । এদের একটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য ও অপরটিকে বলা হয় বিধেয়। যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে যে পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাই উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাই বিধেয়। যেমন-'কাক হয় কালো'। এ যুক্তিবাক্যে 'কাক' হচ্ছে উদ্দেশ্য পদএবং 'কালো' বিধেয়পদ। এই উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক থাকতে পারে। সদর্থক যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার সেই সম্পর্কের নাম হলো বিধেয়ক।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Predicables)
পাঠ - ৫.২ : বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যকার পার্থক্যসমুহ (Differences between Predicate and Predicables)
পাঠ - ৫.৩ : বিধেয়কের প্রকারভেদ (Kinds of Predicables)
পাঠ - ৫.৪ : জাতি ও উপজাতির মধ্যকার সম্পর্ক (Relation between Genus and Species)
পাঠ - ৫.৫ : বিভেদকলক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তরলক্ষণ (Differentia, Property and Accident)
পাঠ - ৫.৬ : পরফিরির ছক ও এর উপযোগিতা (Tree of Porphyry and its Utility)

পাঠ-৫.১ বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Predicables)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিধেয়ক সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- বিধেয়কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিধেয়কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ঃ বিধেয়ক একটি সম্বন্ধবাচক শব্দ। যুক্তিবিদ্যার জনক গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সর্বপ্রথম 'বিধেয়ক' নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে যুক্তিবিদপরফিরি (খ্রিস্টাব্দ ২৩৪-৩০৫) তাঁর *Introduction to Categories* নামক গ্রন্থে বিধেয়ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।যে কোনো যক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে। উদ্দেশ্যে ও বিধেয় । যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যে হচ্ছে সেই পদ, যার সম্বন্ধে কোনোকিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। আর বিধেয় হচ্ছে সেই পদ, যার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনোকিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। যুক্তিবিদ এরিস্টটল ও পরফিরি এর মতে, যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ থাকে, সে সম্বন্ধগুলোই বিধেয়ক (Predicables)। সুতরাং বিধেয় হলো উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো বক্তব্য প্রকাশক পদ।আর বিধেয়ক হলো ঐ বিধেয়টির সংগে উদ্দেশ্যের একটি সম্পর্কের নাম।বিধেয়ককে অনেক সময় 'পঞ্চ শব্দ' বলা হয়। মধ্যযুগের দর্শনে এই 'পঞ্চশব্দ' হলো: জাতি, উপজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তরলক্ষণ । উল্লেখ্য যে, এরিস্টটল ও পরফিরি যে সকল বিধেয়কগুলো উল্লেখ করেছেন, নঞর্থক যুক্তিবাক্য ও বিশিষ্ট পদ সংবলিত বাক্য এ সকল বিধেয়কের আওতায় পড়ে না। যে কারণে পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ অধ্যাপক ল্যাটা ও ম্যাকবেথ (Professor Latta and Macbeath) তাঁদের বিখ্যাত *The Elements of Logic* গ্রন্থে বলেন যে, বিধেয়কসমূহকে সাধারণ পদসমূহের সেই শ্রেনিবিন্যাস হিসেবে নিরূপণ করা যায় যে শ্রেনিবিন্যাস একটি সদর্থক যুক্তিবাক্যের সম্ভাব্য বিধেয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা উদ্দেশ্য পদের সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।সুতরাং বলা যায়, শ্রেণিবাচক বিধেয় পদ সংবলিত কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের যেসব সম্পর্ক থাকা সম্ভব তাই বিধেয়ক।

উপরোক্তসংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমুহ লক্ষ্য করা যায়:

(ক) বিধেয়ক উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্বন্ধের নাম।

(খ) বিধেয়ক শুধুমাত্র হ্যাঁ বোধক বা সদর্থক যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে থাকে; নঞর্থক বা নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে নয়।

(গ) কেবলমাত্র সার্বিক বিধেয় পদযুক্ত যুক্তিবাক্যেই বিধেয়ক থাকে; বিধেয় বিশিষ্ট পদযুক্ত যুক্তিবাক্যে বিধেয়কের অস্তিত্ব থাকে না।

একটি উদাহরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো সহজ করা যায়। যেমন-'সকল মানুষ হয় মরণশীল'- এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটিউদ্দেশ্য এবং'মরণশীল' পদ হলো বিধেয় । এখানে বিধেয় পদ একটি শ্রেণিবাচক বা সার্বিক পদ। প্রদত্ত যুক্তিবাক্যটি সদর্থক হওয়ায় বিধেয় 'মরনশীল' পদের সাথে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সাথে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাই হলো বিধেয়ক। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সম্পর্কের বিবেচনায় মরণশীল পদটি মানুষ পদের উপলক্ষণ নামক বিধেয়ক।

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিবাচক বিধেয় পদযুক্ত কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের যেসব সম্পর্ক হতে পারে সে সম্পর্কগুলোকেই বিধেয়ক বলে। যে সকল যুক্তিবাক্য সদর্থক এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ শ্রেণীবাচক কেবলমাত্র সে সকল যুক্তিবাক্যেই বিধেয়ক থাকে। কিন্তু যে সকল যুক্তিবাক্য নঞর্থক এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট পদ সে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কে সর্ব প্রথম উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিধেয়ক নামে প্রকাশ করেন?

(ক) এরিস্টটল (খ) পরফিরি (গ) ওয়েলটন (ঘ) যোসেফ

২। কোন্ ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে?

(ক) সদর্থক যুক্তিবাক্যে (খ) নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (গ) যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ বিশিষ্ট

(ঘ) যে কোনো যুক্তিবাক্যে

পাঠ-৫.২ বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যকার পার্থক্যসমুহ (Differences between Predicate and Predicables)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যকার পার্থক্যসমুহ সনাক্ত করতে পারবেন।

বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যকার পার্থক্যসমুহ ঃ প্রতিটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে বিশেষ করে সদর্থক যুক্তিবাক্যের আলোচনার ক্ষেত্রে 'বিধেয়' ও 'বিধেয়ক' পদ দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে যথেষ্ট শাব্দিক মিল থাকলেও এদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যকার এ পার্থক্যসমুহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

ক) সংজ্ঞাগত পার্থক্য: কোনো যুক্তিবাক্যে যে পদউদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বিধেয় বলে। যেমন-'সকল ছাত্র হয় পরিশ্রমী' এখানে সকল 'ছাত্র' কে পরিশ্রমী বলে স্বীকার করা হয়েছে। আর তাই 'পরিশ্রমী' হলো বিধেয়। শ্রেণিবাচক বিধেয় পদ রয়েছে এমন সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের বিদ্যমান সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে। যেমন-'সকল ছাত্র হয় দেশপ্রেমিক'। এখানে 'ছাত্র' পদের সাথে 'দেশপ্রেমিক' পদের যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাই হলো বিধেয়ক।

খ) কাঠামোগত পার্থক্য: সদর্থক ও নঞর্থক দুই ধরনের যুক্তিবাক্যেই বিধেয় থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে। নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদটি বিধেয় পদ সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করার কারণে এদের মধ্যে কোন সম্পর্কও স্থাপিত হয় না।

গ) অবস্থানগত পার্থক্য: কোনো বিশিষ্ট পদকে যুক্তিবাক্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কোনো যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি যদি বিশিষ্ট পদ হয়, তাহলে সে যুক্তিবাক্যের বিধেয়ক থাকে না।

ঘ) প্রকৃতিগত পার্থক্য:বিধেয় একটি পদ। কিন্তু বিধেয়ক কোন পদ নয়, এটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার সম্পর্কের নাম।

ঙ) অপরিহার্যতার পার্থক্য: যুক্তিবাক্য গঠনে বিধেয় পদটি অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদান। কোনো যুক্তিবাক্যই বিধেয় ছাড়া গঠন করা যায় না। কিন্তু বিধেয়ক যুক্তিবাক্যের কোনো অপরিহার্য উপাদান নয়। যেমন-'কোনো মানুষ নয় অমর'-এই যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক নেই।

চ) দৃশ্যগত পার্থক্য:বিধেয় এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয় । অন্যদিকে, বিধেয়ক কোনো পদ নয় বলে কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা গঠিত নয়।

ছ) শ্রেণীগত পার্থক্য: বিধেয়ের কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই। কিন্তু বিধেয়ককে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

সুতরাং উক্ত পার্থক্যসমুহ থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বিধেয় ও বিধেয়ক দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

সারসংক্ষেপ

সদর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক থাকে তাই বিধেয়ক। বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিধেয় হলো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত একটি পদ আর বিধেয়ক হলো উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যেকার সম্পর্কের নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে কী বলে?
(ক) বিধেয়ক (খ) বিধেয় (গ) উদ্দেশ্য (ঘ) সংযোজক

২। নিচের কোন্ বাক্যটিতে বিধেয়ক রয়েছে?
(ক) সকল মানুষ হয় মরণশীল (খ) কোনো মানুষ নয় অমর (গ) সে নয় বুদ্ধিমান (ঘ) গ্রামটির নাম হয় কাশিমপুর

৩। বিধেয়ক হলো-
(i) একটি যৌক্তিক সত্তা (ii) একটি পদ (iii) একটি সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i) ও (ii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii), ও (iii)

পাঠ-৫.৩ বিধেয়কের প্রকারভেদ (Kinds of Predicables)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিধেয়কের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- জাতি ও উপজাতি বিধেয়কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিধেয়কের প্রকারভেদ ঃ এরিস্টটল (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর *Topics* গ্রন্থে বিধেয়ককে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-১. জাতি (Genus), ২. সংজ্ঞা (Definition), ৩. উপলক্ষণ (Proprium). ৪. অবান্তর লক্ষণ (Accident)। এর প্রায় ছয় শত বছর পরে গ্রিক দার্শনিক পরফিরি (খ্রিস্টাব্দ২৩৪-৩০৫) তাঁর বিখ্যাত *Introduction to Categories* গ্রন্থে বিধেয়ককেপাঁচ ভাগে ভাগ করেন যা যুক্তিবিদগণের কাছে এখনও অধিক গ্রহণযোগ্য। বিধেয়কসমুহ হলো: জাতি (Genus), উপজাতি (Species), বিভেদক লক্ষণ (Differentia), উপলক্ষণ (Proprium) ও অবান্তর লক্ষণ (Accident)।
নিম্নে জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জাতি (Genus) ঃ গ্রিক দার্শনিক পরফিরি (খ্রিস্টাব্দ ২৩৪-৩০৫) যে পাঁচটি বিধেয়কের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে 'জাতি' কে প্রথম স্থান দিয়েছেন। দুটি শ্রেণিবাচক পদ যদি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে তাদের একটি অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে,অর্থাৎব্যক্তর্থের (সংখ্যার) দিক থেকে একটি অপরটিরচাইতে বেশি ব্যক্তর্থযুক্তহয়, তাহলে বেশি ব্যক্তর্থযুক্ত পদ বা অন্তর্ভূক্তকারী পদটিকে জাতি বলে অভিহিত করা হয়।সহজভাবে বলা যায়, নিম্নতর শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত শ্রেণিই হলো জাতি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'সকল কাক হয় পাখি'। এই যুক্তিবাক্যে 'পাখি' পদটি বিধেয় এবং উদ্দেশ্য পদ 'কাক' এর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে জাতি নামক বিধেয়ক হবে। কেননা, এখানে 'কাক' ও 'পাখি' দু'টি শ্রেণিবাচক পদ। এ দু'টি শ্রেণির মধ্যে 'পাখি'র ব্যক্তর্থ(সংখ্যা) কাকের ব্যক্তর্থের (সংখ্যার) চেয়ে বেশি। আবার 'কাক' শ্রেণি'পাখি' শ্রেণির আওতাভূক্ত।সুতরাং কাক শ্রেণিটির সাপেক্ষে পাখি শ্রেণিটি হলো জাতি। অন্যভাবে বলা যায়, 'পাখি' পদটি ব্যাপকতার দিক থেকে 'কাক' পদটির তুলনায় বড়। কারণ পৃথিবীতে পাখির সংখ্যা বেশি এবং এর তুলনায় কাকের সংখ্যা খুবই কম।

উপজাতি (Species) ঃ উপজাতি হলো একটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণি যা কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত। জাতি পদের ন্যায় উপজাতি পদটিও একটি শ্রেণিবাচক পদ। যদি দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকে যে, এদের একটির ব্যক্তর্থ অপরটির ব্যক্তর্থের (সংখ্যার) তুলনায় কম বা সংকীর্ণতাহলে যে পদটির ব্যক্তর্থ সংকীর্ণ সেটি ব্যাপকতর ব্যক্তর্থযুক্ত পদটির তুলনায় উপজাতি হয়। সহজ কথায় উপজাতি হলো জাতির চেয়ে ব্যক্তর্থের দিক থেকে কম ব্যাপকতর।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'সকল কাক হয় পাখি' এই যুক্তিবাক্যটিতে 'কাক' এবং 'পাখি' দু'টি শ্রেণিবাচক পদ। 'কাক' শ্রেণিটির ব্যক্তর্থ কম এবং 'পাখি' শ্রেণিটির ব্যক্তর্থ বেশি। এখানে কাক শ্রেণিটি পাখি শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই কাক শ্রেণিটি হলো পাখি শ্রেণির উপজাতি।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, 'জাতি' ও 'উপজাতি' যুক্তিবিদ্যার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি শব্দ এবং একটি ব্যতিত অপরটি অর্থশুন্য।

সারসংক্ষেপ

পরফিরির শ্রেণিবিন্যাসঅনুযায়ী বিধেয়ক পাঁচ প্রকার; যথা- জাতি, উপজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। দু'টি শ্রেণিবাচক পদ যখন পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে একটির ব্যক্তর্থ অন্য পদটির ব্যক্তর্থের অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন যে পদটির ব্যক্তর্থ ব্যাপক সেটি সংকীর্ণ ব্যক্তর্থযুক্ত পদটির তুলনায় জাতি হয়। অন্যদিকে দু'টি শ্রেণিবাচক পদ যখন পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে একটির ব্যক্তর্থ অন্য পদটির ব্যক্তর্থের অন্তর্ভুক্ত তখন যে পদটির ব্যক্তর্থ সংকীর্ণ সেটি ব্যাপকতর ব্যক্তর্থযুক্ত পদটির তুলনায় উপজাতি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?

(ক) জাতি ও উপজাতি উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ (খ) জাতি ও উপজাতি উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ পদ নয়

(গ) জাতি সবসয় উপজাতির অন্তর্ভুক্ত (ঘ) জাতি ও উপজাতির ব্যক্তর্থ সমান

২। জাতি হলো-

(i) একটি শ্রেণিবাচক পদ (ii) একটি সাপেক্ষ পদ

(iii) ব্যক্তর্থের দিক থেকে উপজাতির চেয়ে ব্যাপকতর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক)(i), (ii) ও (iii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

পাঠ-৫.৪ জাতি ও উপজাতির মধ্যকার সম্পর্ক (Relation between Genus and Species)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতি ও উপজাতির মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

জাতি ও উপজাতির সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী পাঠে আমরা জানতে পেরেছি,জাতি ও উপজাতি হলো দু'টি শ্রেণিবাচক পদ। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোনো অর্থ হয় না। এরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। জাতি ও উপজাতি দু'টি সাপেক্ষ পদ হওয়ায় একটি শ্রেণি সকল ক্ষেত্রে জাতি কিম্বা সকল ক্ষেত্রেই উপজাতি বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, 'জীব পদটি এর ক্ষুদ্রতর উপশ্রেণিবাচক পদ 'মানুষ' এর তুলনায় জাতি; কিন্তু বৃহত্তর জীবসত্তার তুলনায় একটি উপজাতি। আবার 'ছাত্র' পদের তুলনায় 'মানুষ' পদটি একটি জাতি। নিম্নে এদের মধ্যকার সাধারণ সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

১. **জাতি ও উপজাতি দুটি শ্রেনিবাচক পদ ঃ** কোনো শ্রেণিকে জাতি বলার অর্থ হচ্ছে তা অন্য কোনো উপজাতির তুলনায় জাতি। আবার অন্যদিকে কোনো শ্রেণিকে উপজাতি বলার অর্থ হচ্ছে সে বিশেষ শ্রেণিটি অন্য কোনো জাতির তুলনায় উপজাতি। একটি শ্রেণিবাচক পদই শুধু জাতি বা উপজাতি হতে পারে। কখনোই কোনো বিশিষ্ট পদ হবে না, যেমন- 'সকল মানুষ হয় প্রাণি' যুক্তিবাক্যে প্রাণি পদের সাপেক্ষে মানুষ উপজাতি এবং মানুষ পদের তুলনায় প্রাণি হলো জাতি।

২. **জাতি ও উপজাতি দুটি সাপেক্ষ পদ ঃ** জাতি ও উপজাতি পরস্পর নির্ভরশীল। কোনো জাতির অন্তর্গত উপজাতিগুলোকে বাদ দিলে যেমন জাতি বলা যায় না, তেমনিভাবে কোনো উপজাতি যে জাতির অন্তর্গত সেই জাতিকে বাদ দিলে উপজাতি বলে আর কিছু থাকে না। সম্পর্কভেদে একই পদ জাতি ও উপজাতি দুই-ই হতে পারে। যেমন- 'মানুষ' পদটি 'প্রাণি' পদের তুলনায় যেমন উপজাতি আবার 'সৎ মানুষ' পদের তুলনায় 'জাতি'।

৩. **ব্যক্তর্থের দিক থেকে উপজাতি জাতির আওতাভুক্ত ঃ** উপজাতির চেয়ে জাতির ব্যক্তর্থ বেশি। এজন্য উপজাতি সবসময় জাতির আওতাভুক্ত। যেমন-'সকল মানুষ হয় প্রাণি' যুক্তিবাক্যে কম ব্যক্তর্থসম্পন্ন উপজাতি পদ 'মানুষ' জাতি পদ 'প্রাণি' এর আওতাভুক্ত।

৪. **জাত্যর্থের দিক থেকে জাতি উপজাতির আওতাভুক্ত ঃ** আমরা জানি, যার ব্যক্তর্থ বেশি তার জাত্যর্থ কম এবং যার ব্যক্তর্থ কম তার জাত্যর্থ বেশি। জাতির ব্যক্তর্থ বেশি এবং উপজাতির ব্যক্তর্থ কম। এজন্য জাতির তুলনায় উপজাতির জাত্যর্থ বেশি। তাই জাত্যর্থের দিক থেকে জাতি উপজাতির আওতাভুক্ত। যেমন-'সকল মানুষ হয় জীব' যুক্তিবাক্যে জাতি 'জীব' পদের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' এবং উপজাতি মানুষ পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি'।

জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক যথার্থভাবে বুঝতে হলে নিম্নলিখিত মৌলিক দিক বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ক. ***বৃহত্তম বা পরমতম জাতি (Summum Genus)*** ঃ একই জাতীয় কিছু জাতি বা উপজাতিকে ব্যক্তর্থের দিক থেকে ছোট থেকে বড় দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি এত বড় যে তার থেকে বড় কোনো শ্রেণি হয় না। এ বৃহত্তম বা বড় শ্রেণিকে পরমতম জাতি বলে। পরমতম জাতিকে মহজাতি বলা হয়। যেমন- 'দ্রব্য' বলতে চেতন ও অচেতন সবকিছুকেই বোঝায়। দ্রব্যের তুলনায় বৃহত্তম কোনো শ্রেণি না থাকায় দ্রব্যকে পরমতম জাতি বলে। উল্লিখিত 'ছক' থেকে দেখা যায় 'প্রাণি' হচ্ছে পরমতম জাতি।

খ. ***ক্ষুদ্রতম উপজাতি (Infima Species)*** ঃ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু জাতি বা উপজাতিকে ব্যক্তর্থের মাপকাঠিতে ক্রমানুসারে সাজানোর পর যদি দেখা যায় যে, একটি উপজাতি এত ছোট যে, তাকে আর কোনো ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না। একে ক্ষুদ্রতম উপজাতি বা অপরমতম উপজাতি বলে। ছক থেকে দেখা যায় মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জাতি।

গ. ***মধ্যবর্তী বা অবর জাতি (Subaltern Genus)*** ঃ বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে উপজাতির দিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে অবর জাতি বলে। । ছক থেকে আমরা বলতে পারি 'প্রাণি' এবং 'মানুষ' পদের মধ্যবর্তী 'জীব', 'অজীব' পদগুলো হচ্ছে মধ্যবর্তী জাতি।

ঘ. ***মধ্যবর্তী বা অবর উপজাতি (Subaltern Species)*** ঃ বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে জাতির দিক থেকে অবর উপজাতি বলে। যেমন- জীবের দিক থেকে 'মানুষ' এবং 'অমানুষ' পদগুলোকে বলা হয় অবর উপজাতি।

ঙ. ***সমজাতীয় উপজাতি (Cognate Species)*** ঃ একটি জাতিকে যখন একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত করা হয় তখন উপজাতিগুলোকে পরস্পরের সমজাতীয় উপজাতি বলে। সমজাতীয় উপজাতিকে সহযোগী উপজাতি বলা হয়। উল্লিখিত ছকে প্রাণির নিচের জীব এবং অজীব পদ দুটিকে বলা হয় সহযোগী উপজাতি।অথবা, মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি উপজাতিগুলো জীব জাতির অন্তর্ভূক্ত। সেদিক থেকে মানুষ, গরু, ছাগল হলো পরস্পরের সম্বন্ধের দিক থেকে সহযোগী উপজাতি।

চ.***আসন্নতম জাতি (Proximate Genus)*** ঃ কোনো উপজাতির সবচেয়ে নিকটের জাতিকে বলা হয় আসন্নতম বা নিকটতম জাতি। একটি উপজাতির একাধিক জাতি থাকতে পারে। উল্লিখিত ছকে মানুষ পদের নিকটতম জাতি 'জীব'কে বলা হয় আসন্নতম জাতি।

ছ. ***আসন্নতম উপজাতি (Proximate Species)*** ঃ কোনো জাতির সবচেয়ে নিকটের উপজাতিকে বলা হয় আসন্নতম বা নিকটতম উপজাতি। একটি জাতি একাধিক উপজাতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন- প্রাণ-বস্তু-জীব-মানুষ শ্রেণিগুলোর মধ্যে 'জীব'কে সপ্রাণ বস্তুর নিকটতম উপজাতি বলে। আবার 'মানুষ'কে জীব জাতির নিকটতম উপজাতি বলে।

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে, জাতি ও উপজাতির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা জাতিকে ব্যাখ্যা করতে উপজাতির সাহায্য নেই এবং উপজাতিকে বিশ্লেষণ করতে জাতির সাহায্য নেই। সুতরাং জাতি ও উপজাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্যভাবে পরস্পরের সাথে জড়িত ও সম্পর্কিত।

উপরের আলোচনার আলোকে জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নের ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

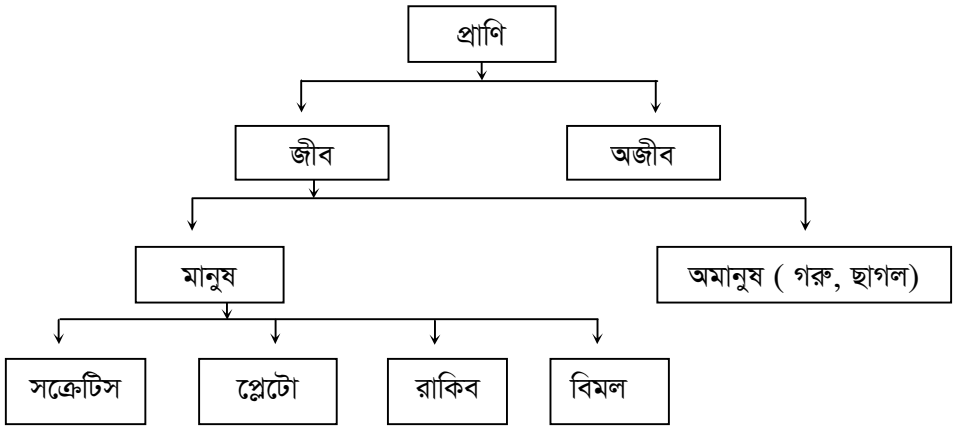

চিত্র: জাতি ও উপজাতির মধ্যকার সম্পর্ক

উল্লেখিত ছকটিতে প্রাণি হলো বৃহত্তম বা পরতম জাতি। কারণ প্রাণিবাচক অপর কোনো বৃহত্তম জাতির মধ্যে এ পদটিকে আর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। আবার নিচের দিকে মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম উপজাতি । কারণ এখানে মানুষের পরেই পদটিকে অপর কোনো জাতিবাচক পদে বিভক্ত না করে সক্রেটিস, প্লেটো, রাকিব, বিমল প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক পদে বিভক্ত করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

জাতি ও উপজাতি হলো পরস্পর সাপেক্ষ ওশ্রেণিবাচক পদ। জাত্যর্থের দিক থেকে উপজাতি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেকিন্তু ব্যক্তর্থের দিক থেকে জাতি উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।জাতি ও উপজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা পরতম জাতি,ক্ষুদ্রতম উপজাতি, মধ্যবর্তী বা অবর জাতি, মধ্যবর্তী বা অবর উপজাতি, সমজাতীয় উপজাতি,আসন্নতম উপজাতি ও আসন্নতম জাতি পাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনো জাতির সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজাতিকে কী বলে?

(ক) ক্ষুদ্রতম উপজাতি বলে (খ) আসন্নতম উপজাতি বলে

(গ) সমজাতীয় উপজাতি বলে (ঘ) বৃহত্তম উপজাতি বলে

২। ক্ষুদ্রতম উপজাতিহলো-

(i) যাকে আর কোনো উপজাতিতে ভাগ করা যায় না

(ii) কখনো কখনো জাতিতে পরিণত হয়

(iii) ক্ষুদ্রতম উপজাতির চেয়ে ক্ষুদ্র হয় শুধু ব্যক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii), ও (iii)

পাঠ-৫.৫ বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ (Differentia, Property and Accident)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-
- বিভেদক লক্ষণ আলোচনা করতে পারবেন।
- উপলক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভেদক লক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- অবান্তর লক্ষণ শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

বিভেদক লক্ষণ (Differentia) ঃ যে গুণ বা গুণাবলী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করে সে গুণ বা গুণাবলীকে উপজাতিটির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলা হয়।যুক্তিবিদ মেলোন বলেন, "বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে সেই গুণ বা গুণের সমষ্টি যার দ্বারা একই জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়।" যেমন- 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি মানুষ উপজাতিকে প্রাণির অন্যান্য উপজাতি গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি থেকে পৃথক করে রেখেছে। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি শুধু মানুষ উপজাতির মধ্যেই আছে, অন্যান্য সমজাতীয় উপজাতির মধ্যে নেই। সুতরাং 'বুদ্ধিবৃত্তি' হলো মানুষ উপজাতির বিভেদক লক্ষণ। বিভেদক লক্ষণ সবসময় কোনো পদের জাত্যর্থ বা তার অংশবিশেষ। আর আসন্নতমবা নিকটতম জাতি (Proximate Genus) থেকে উপজাতির জাত্যর্থে যে অতিরিক্ত গুণটি থাকে তাই হলো উপজাতিটির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ। মানুষ পদেরআসন্নতম জাতি জীব পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' এবং মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি'। সুতরাং মানুষ পদের লক্ষণ হলো 'বুদ্ধিবৃত্তি' কেননা এ গুণটি জীবের জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত। গাণিতিকভাবে বলা যায়-
বিভেদক লক্ষণ = উপজাতির জাত্যর্থ -আসন্নতমজাতির জাত্যর্থ।

উপলক্ষণ (Property or Proprium) ঃ যে গুণ বা গুণাবলী কোন পদের জাত্যর্থ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয়, সে বিশেষ গুণ বা গুণাবলীকে উক্ত পদের উপলক্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ কোন পদের উপলক্ষণ হল এর জাত্যর্থের বহির্ভূত সাধারণ এবং অনিবার্য গুণ; যেমন- 'মানুষের বিচারক্ষমতা আছে'- এ বাক্যে 'বিচারক্ষমতা' গুণটি মানুষের একটি উপলক্ষণ। কারণ এটি মানুষের জাত্যর্থ না হলেও, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নামক জাত্যর্থ থেকে অনিবার্য বা আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয়েছে। আবার মানুষের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে- এ বাক্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এগুলো হচ্ছে মানুষের উপলক্ষণ। কারণ এগুলো মানুষের জাত্যর্থের অন্তর্ভূক্ত না হলেও মানুষের 'জীববৃত্তি' নামক জাত্যর্থ থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত।উপলক্ষণ আবার দুই প্রকার। যথা-

ক) জাতিগত উপলক্ষণ (Generic Property), এবং
খ) উপজাতিগত বা বিশেষ উপলক্ষণ (Specific Property)

ক) জাতিগত উপলক্ষণ : যে উপলক্ষণ কোনো পদের জাতির জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত বা অনুমিত হয়, তাকে জাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি হচ্ছে জাতিগত উপলক্ষণ, কেননা এ উপলক্ষণগুলো মানুষের জাতি প্রাণীর জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত। কারণ প্রাণ আছে বলেই মানুষের ক্ষুধা হয়, তৃষ্ণা পায়।

খ) উপজাতিগত বা বিশেষ উপলক্ষণ : পদের কোনো বর্ধিত জাত্যর্থ যদি সংশ্লিষ্ট পদের বিভেদক লক্ষণ থেকে অনুমিত বা নিঃসৃত হয়, তবে তাকে উপজাতিগত বা বিশেষ উপলক্ষণ বলে। যেমন- 'মানুষের বিচার ক্ষমতা আছে', 'মানুষ ইঞ্জিন চালাতে পারে'- এ গুণগুলো মানুষের উপজাতিগত বা বিশেষ উপলক্ষণ। এগুলো মানুষের 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক বিভেদক লক্ষণ থেকে অনুমিত। কারণ বুদ্ধি আছে বলেই মানুষ বিচার করতে পারে, যন্ত্রপাতি চালাতে পারে।

বিভেদক লক্ষণ ও উপলক্ষণের পার্থক্য : বিভেদক লক্ষণ বা লক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থের একটা অংশ। যেমন- বুদ্ধিবৃত্তি হলো মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ যা পদটির জাত্যর্থের একটি অংশ। কিন্তু উপলক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, তবে এটি পদটির জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃত হয়। যেমন-মানুষের 'বিচারক্ষমতা' মানুষ পদের উপলক্ষণ। কারণ 'বিচারক্ষমতা' মানুষ পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, কিন্তু তার জাত্যর্থ বুদ্ধিবৃত্তি থেকে

আবশ্যিকভাবে এর উৎপত্তি হয়। বিভেদক লক্ষণ কোনো নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয় না। অন্যদিকে, উপলক্ষণ নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

অবান্তর লক্ষণ (Accident) ঃ যে গুণ বা গুণাবলী কোন পদের জাত্যর্থ নয় এবং জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত বা অনুমিতও হয় না, সে গুণ বা গুণাবলীকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে গুণ কোন পদের জাত্যর্থ নয়, জাত্যর্থের অংশও নয় বা উপলক্ষণও নয়, সে গুণই হল অবান্তর লক্ষণ। যেমন- 'গান গাইতে পারা, মানুষের একটি অবান্তর লক্ষণ। কারণ এগুণটা মানুষ পদের জাত্যর্থের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং জাত্যর্থ থেকে আবশ্যিকভাবে অনুমিতও নয়। অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির মধ্যে থাকতে পারে অথবা ঐ শ্রেণির কোনো সদস্যের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে থাকতে পারে। আবার শ্রেণি ও ব্যক্তি উভয়ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য এবং বিচ্ছেদ্যভাবে থাকতে পারে। সুতরাং অবান্তর লক্ষণ চার ধরনের হতে পারে। যথা-

ক) শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Inseparable Accident of a Class)
খ) শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Separable Accident of a Class)
গ) ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Inseparable Accident of an Individual)
ঘ) ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Separable Accident of an Individual)

ক) শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাকে শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- সকল গরু হয় চতুষ্পদী প্রাণি। এখানে চতুষ্পদ গুণটি সকল গরুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান।

খ) শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির কতিপয় সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে আবার কতিপয় সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না, তাকে শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-'ঘোড়া হয় সাদা'যুক্তিবাক্যে সাদা বর্ণের উপস্থিতি ঘোড়া শ্রেণির ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ সাদা রঙের উপস্থিতি সকল ঘোড়ার ক্ষেত্রে সব সময় প্রযোজ্য নয়।

গ) ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণ কোনো ব্যক্তিবিশেষের বেলায় অপরিবর্তনীয়ভাবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে, তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন - কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, বংশ ইত্যাদি ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ কোনো ব্যক্তি একইসাথে দুই স্থানে বা দুই বংশে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, আবার কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, বংশ ইত্যাদি পরিবর্তনযোগ্যও নয় ।

ঘ) ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ : যে অবান্তর লক্ষণকোনো ব্যক্তিবিশেষের বেলায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে না , মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হতে পারে,তাকে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- কোনো ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, শখ,রুচি, পেশা ইত্যাদি ব্যক্তির বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ ব্যক্তি যে কোন সময় এগুলো পরিবর্তন করতে পারে বা তার থেকে এগুলো বিচ্ছেদ ঘটতে পারে ।

বিভেদক লক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণের পার্থক্য (Differences between Differentia and Accident)

১। লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ হলো কোনো পদের জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু অবান্তর লক্ষণ জাত্যর্থের অংশ নয়।

২। লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ কখনো কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু কোনো শ্রেণি বা ব্যক্তির প্রকৃতি মৌলিকভাবে পরিবর্তন না করেও অবান্তর লক্ষণ অপসারণ করা যায়।

আমরা যদি পাঠ ৫.৩, ৫.৪ ও ৫.৫ পর্যালোচনা করি তাহলে বিধেয়ককে নিম্নোক্ত ছক অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করতে পারি:

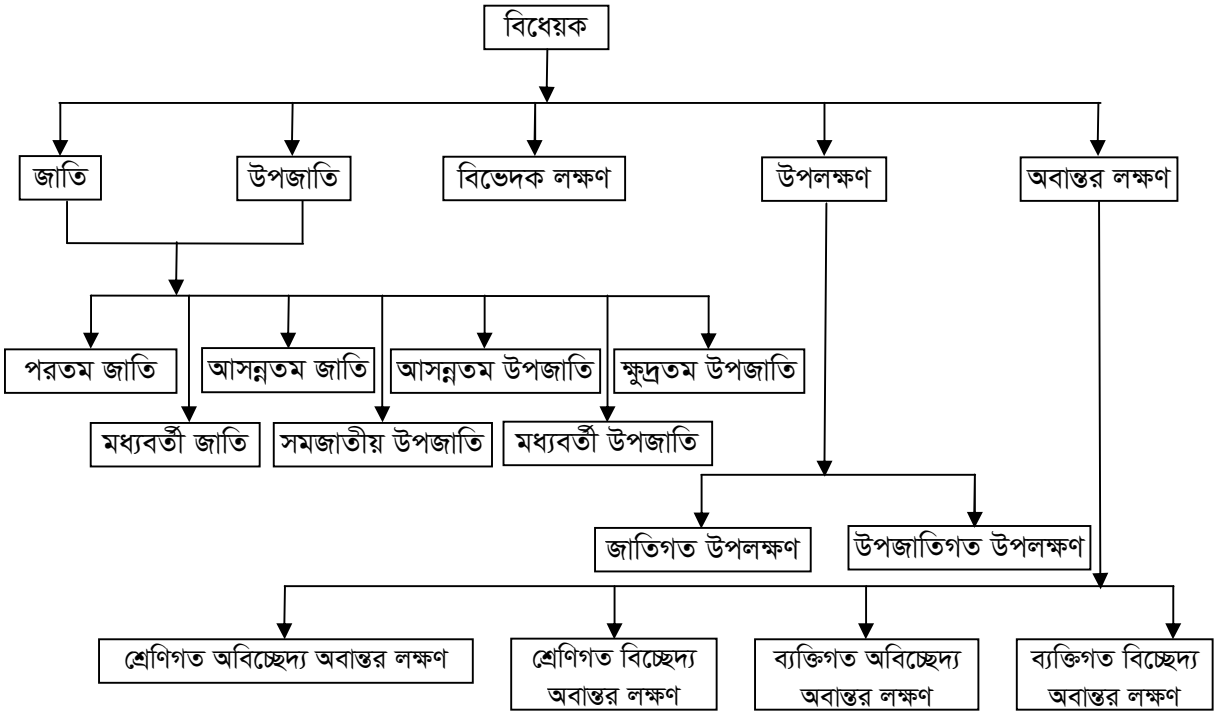

সারসংক্ষেপ

যে গুণের জন্য একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক তাকে ঐ উপজাতির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলে। 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি মানুষ উপজাতিকে প্রাণির অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে রাখে। তাই 'বুদ্ধিবৃত্তি' হলো মানুষ উপজাতির বিভেদক লক্ষণ।যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থ নয় অথচ জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় সে গুণকেই বলা হয় উপলক্ষণ। উপলক্ষণ দুই ধরনের। যথা-জাতিগত উপলক্ষণ উপজাতিগত উপলক্ষণ। আবার যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃতও হয় না তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অবান্তর লক্ষণ চার ধরনের। যথা- শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ, শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ,ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ ও ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উপলক্ষণ কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। প্রাণীর তুলনায়বিধেয়ক হিসেবে মানুষ, গরু, ছাগল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হলো-
(ক) এক একটি জাতি (খ) সমজাতীয় উপজাতি
(গ) পরতম জাতি (ঘ) ক্ষুদ্রতম উপজাতি

৩। অবান্তর লক্ষণ -
(i) জাত্যর্থের অংশ নয় (ii) জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃত হয় না
(iii) একটি আকস্মিক গুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i) ও (ii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (i), (ii) ও (iii) (ঘ) (ii) ও (iii)

পাঠ-৫.৬ পরফিরির ছক ও এর উপযোগিতা (Tree of Porphyry and its Utility)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরফিরির ছক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পরফিরির ছক অংকন করতে পারবেন।

পরফিরির ছক (Tree of Prophyry) ঃ সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকেই বিধেয়ক বলে। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) এর মতে এ বিধেয়ক চার ধরনের: যথা- সংজ্ঞা, জাতি, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরী যুক্তিবিদ পরফিরি (খ্রিস্টাব্দ ২৩৪-৩০৫) রোমে অবস্থানকালে বিধেয়ক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কয়েকটি জাতিবাচক ও উপজাতিবাচক পদকে শ্রেণিবদ্ধভাবে ভাগ করে দেখিয়েছেন একটি ছকের মাধ্যমে। তাঁর নাম অনুসারে এ ছকের নাম হয়েছে পরফিরির ছক (Tree of Prophyry)। ষোড়শ শতাব্দীতে পেত্রাস র‍্যামাস (খ্রিস্টাব্দ ১৫১৫-১৫৭২) নামক একজন যুক্তিবিদের সময় এটি প্রসিদ্ধ লাভ করে, যার জন্য এ ছকটিকে র‍্যামাসের ছকও বলা হয়। পরিফিরির ছকটি নিম্নে অতি সহজভাবে তুলে ধরা হলো:

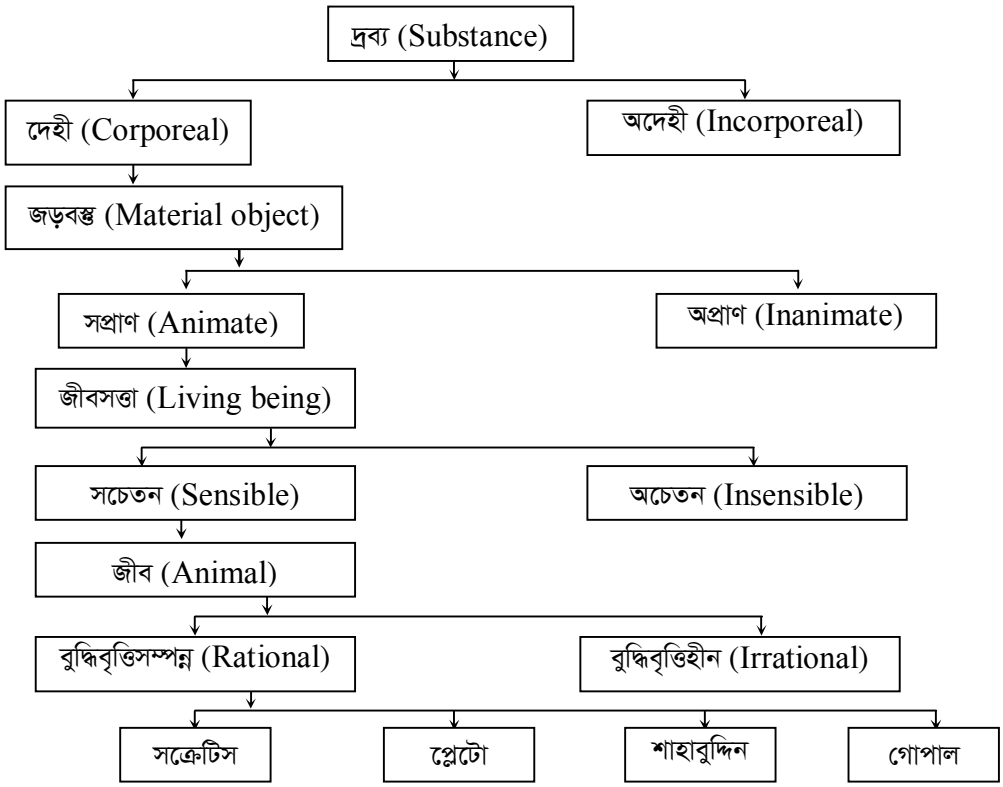

চিত্র: পরফিরির ছক

পরিফিরির ছকের উপযোগিতা (Utilities of Porphyrian Tree)

পরফিরির ছকের সাহায্যে আমরা নিম্নোক্ত উপযোগিতা সমুহ পেয়ে থাকি:

১। প্রধান প্রধান বিধেয়কের উপশ্রেণি বা উপবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
২। জাতি ও উপজাতির মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করা যায়।
৩। বিভিন্ন পদের ক্রম বা অবস্থান চিহ্নিত করা যায়।
৪। একটি ক্রমবিন্যস্ত বস্তুশৃঙ্খলের বৃহত্তম জাতি এবং ক্ষুদ্রতম উপজাতি সনাক্ত করা যায়।
৫। বস্তুগত সত্তা ও আমাদের ধারণা কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা যায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ এরিষ্টটল চার প্রকার বিধেয়কের কথা বলেন; যথা- সংজ্ঞা, জাতি, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। পরবর্তীকালে পরফিরি খ্রিষ্টিয় ৩য় শতাব্দীতে এরিষ্টটলের তালিকা সংশোধন করে পাঁচ প্রকার বিধেয়কের কথা বলেন; যথা-জাতি, উপজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। এ বিধেয়কগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য তিনি একটি ছক দিয়েছেন যা 'পরফিরির ছক' নামে সমধিক পরিচিত। পরফিরির ছকের সাহায্যে জাতি ও উপজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিধেয়ক সংক্রান্ত এরিষ্টটলের তালিকা সংশোধন করেন কোন্ দার্শনিক?
(ক) যোসেফ (খ) পরফিরি (গ) কপি (ঘ) জে. এস. মিল

২। পরিফিরির ছকের উপযোগিতা হলো-
(i) জাতি ও উপজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায় (ii) একটি পদের বিরুদ্ধ পদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়
(iii) শ্রেণিকরণের জ্ঞান পাওয়া যায়না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক)(i), (ii), ও (iii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i) ও (ii)

৩। পরফিরির ছকটিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন কে?
(ক) যোসেফ (খ) পেত্রাস র‍্যামাস (গ) কপি (ঘ) জে. এস. মিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বচনী প্রশ্ন :

১। কোন্ যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে?
(ক) সদর্থক (খ) নঞর্থক (গ) উভয় (ঘ) কোনটাই নয়

২। যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে কী বলে?
(ক) বিধেয়ক (খ) বিধেয় (গ) উদ্দেশ্য (ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয়

৩। 'জীব' পদটির উপলক্ষণ হলো-
(i) বিচারক্ষমতা (ii) ক্ষুধা (iii) তৃষ্ণা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (i) ও (iii)(খ) (i) ও (ii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ নং ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
নক্ষত্ররাজির মধ্যে সূর্যের রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রহ। এগুলো হলো- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরোনাস ও নেপচুন। এসব গ্রহের মধ্যে পৃথিবী হলো একমাত্র গ্রহ যাতে মানুষ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান। তাই পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ থেকে পৃথক।

৪। উল্লিখিত উদ্দীপকে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরোনাস ও নেপচুন কোন্ প্রকারের বিধেয়ক নির্দেশ করে?
(ক) আসন্নতম উপজাতি (খ) সমজাতীয় উপজাতি (গ) আসন্নতমজাতি (ঘ) পরতম জাতি

৫। উল্লিখিত উদ্দীপকে পৃথিবীতে 'মানুষ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ' হলো-
(i) লক্ষণ (ii) বিভেদক লক্ষণ (iii) অবান্তর লক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ii) (খ) (i) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৬। এরিস্টটলের বিধেয়কের তালিকা থেকে পরফিরি কোন্টি বাদ দিয়েছেন?
(ক) সংজ্ঞা (খ) জাতি (গ) উপলক্ষণ (ঘ) বিভেদক লক্ষণ

৭। বিভেদক লক্ষণ-

(i) একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে

(ii) সর্বদাই জাত্যর্থের অংশবিশেষ (iii) উপজাতির জাত্যর্থ -জাতির জাত্যর্থ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) (i) ও (iii)(খ) (i) ও (ii) (গ)(i), (ii) ও (iii) (ঘ) (ii) ও (iii)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

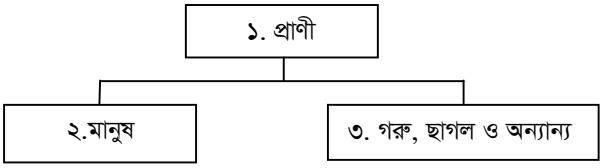

(ক) বিধেয়ক কাকে বলে?

(খ) বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয় কেন?

(গ) উদ্দীপকে ২নং ও ৩নং ঘরের তথ্য কীভাবে পৃথক? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে ১নং ঘরে নির্দেশিত বিষয়টি ২নং ঘরের বিষয়ের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করুন।

২। আসিফ ও ফওজিয়া জীব জগতে নিজেদের অবস্থান নিয়ে ভাবছিলো। এমন সময় তাদের সহপাঠী বন্ধু কামাল এসে তাদের সাথে যোগ দিল। বন্ধু কামালকে উদ্দেশ্য করে আসিফ বললো, " বলতো সৃষ্টির সেরা জীব কাকে বলে?" জবাবে কামাল বললো, "মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকেই সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও নিদ্রার পাশাপাশি মানুষের রয়েছে বিচারক্ষমতা।" এরপর ফওজিয়া বললো, " শুধূ তাই নয়, জন্মস্থান ও জন্ম গ্রহণের সময়ের ভিন্নতার কারণে মানুষের আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, রুচি-চাহিদা ইত্যাদিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।"

(ক) যুক্তিবাক্য কাকে বলে?

(খ) জাতি বলতে কী বুঝায়?

(গ) উদ্দীপকে কামালের উক্তিটি কোন্ প্রকারের বিধেয়ককে নির্দেশ করে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঘ) ফওজিয়া ও কামালের বক্তব্য কি একই রকম? মন্তব্য সহকারে ফওজিয়ার বক্তব্য নির্দেশিত বিষয়ের বিভিন্ন রূপ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ ঃ ১-ক, ২-ক, ৩-ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ ঃ ১-ক, ২-ক, ৩-গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ ঃ ১-ক, ২-খ,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-খ

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরমালা

১-ক, ২-খ, ৫-গ, ৬-খ, ৭-ক, ৮-ক, ৯-খ ।